Kanaighat Association UK
কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

AGM & FAMILY GATHERING 2018

Established 1985 I Charity Reg. No: 1092797

AGM & FAMILY GATHERING 2018

Venue: Ensign youth Club
Address: Wellclose Street,
London E1 8HY
Day: Sunday
Date: 9th September 2018

Acknowledgements:

Kanaighat Association would like to express sincere appreciation to:
AC & EC Committee Members, Nazirul Islam, Ajmol Ali, Zakaria Siddique, Abul Fateh
Moklisur Rahman, Ahmed Iqbal Chowdhury, AKM Jalal Uddin,
Faruk Ahmed Chowdhury, Harun Rashid
and Sadequl Amin

Design and Print: Last Minute Print

একনজরে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ কে ১৯৮৫ - ২০১৮

শাহজালালের স্মৃতি বিজড়িত সিলেটকে বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী বলা হয়। সিলেটের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ধর্মীয় এলাকা হলো কানাইঘাট উপজেলা। এছাড়াও এই উপজেলা অসংখ্য পীর বুজুর্গ, অলি আওলিয়া ও জ্ঞানী গুণীর স্মৃতি বিজড়িত বাংলাদেশের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জনপদ। ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কানাইঘাটের মানুষের অবদান অতুলনীয়। ষাট বা সত্তুরের দশকে কানাইঘাট উপজেলা থেকে খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। মুষ্টিমেয় যে ক'জন ছিলেন তাঁদের অনেকেরই ইচ্ছা ছিল ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস না করার। কয়েক বছর বসবাসের পর ওই সময়ের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশেষ করে ধর্ম পালনের প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করে অনেকেই দেশে চলে গিয়েছিলেন। যারা স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্বান্ত নিয়েছিলেন, কালের পরিবর্তনে তাঁরা যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীদের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সালে কানাইঘাট উপজেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান, বিলেতে মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মরহুম আলহাজ্ব এম এ রকিব সাহেবের মালিকানাধীন ১০৬ মাইলেন্ড রোডের ইন্ডিয়া গ্রিল রেষ্টুরেন্টে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে ২০০২ সালে যুক্তরাজ্য চ্যারিটি কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত হয়। চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার - ১০৯২৭৯৭।

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে একটি অরাজনৈতিক, জনকল্যাণমুখি সামাজিক সংগঠন। ১৯৮৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত তিন দশকেরও বেশি সময় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীর আর্থ সামাজিক সম্পর্ক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নসহ আরো কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি আমাদের শিকড় কানাইঘাট উপজেলাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে, আর্থ সামাজিক ও শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিসিয়াল তিনটি পদে যে সকল গুণীজন এই সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীর একমাত্র মুখপাত্র ও প্রাণের সংগঠনকে আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তারা হলেন :-

১৯৮৫ -১৯৮৯

সভাপতি - মরহুম মোহাম্মদ শামসুল হক
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
ট্রেজারার - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ

১৯৮৯ -১৯৯৭

সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
ট্রেজারার - মরহুম সাইদুর রহমান

১৯৯৭ - ১৯৯৯

সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমদ সিকদার
ট্রেজারার - মাওলানা রফিক আহমদ রফিক

১৯৯৯ - ২০০২

সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
ট্রেজারার - জনাব আব্দুর রহমান

২০০২ - ২০০৪

সভাপতি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
ট্রেজারার - আলহাজ্ব আব্দুর রহমান

২০০৪ - ২০০৬

সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - শামীম আহমদ চৌধুরী
ট্রেজারার - আজমল আলী

২০০৬ - ২০০৮

সভাপতি - মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
সেক্রেটারি - সাদেকুল আমিন
ট্রেজারার - আজমল আলী

২০০৮ - ২০১০

সভাপতি - মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
সেক্রেটারি - সাদেকুল আমিন
ট্রেজারার - আজমল আলী

২০১০ - ২০১২

সভাপতি - মাওলানা রফিক আহমদ রফিক
সেক্রেটারি - সিরাজ উদ্দিন
ট্রেজারার - আবুল ফাতেহ

২০১২ - ২০১৫

সভাপতি - ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমদ সিকদার এমবিই
সেক্রেটারি - সুয়েবুর রহমান
ট্রেজারার - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান/ইকবাল হুসাইন

২০১৫ - ২০১৭

সভাপতি - মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
সেক্রেটারি - আজমল আলী
ট্রেজারার - জাকারিয়া সিদ্দিকী

২০১৭ - ২০১৯

সভাপতি - আলহাজ্ব নাযিরুল ইসলাম
সেক্রেটারি - আজমল আলী
ট্রেজারার - জাকারিয়া সিদ্দিকী

উপদেষ্টা পরিষদ :

হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
আলহাজ্ব মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
মাওলানা রফিক আহমদ রফিক
ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ সিকদার এমবিই
মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
আলহাজ্ব আবুল কাহির
চৌধুরী আলহাজ্ব ফয়জুর রহমান
আলহাজ্ব আব্দুর রহমান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

বর্তমান কার্যকরী কমিটি ২০১৭-২০১৯

সভাপতি : আলহাজ্ব নাযিরুল ইসলাম
সেক্রিটারি : আজমল আলী
ট্রেজারার : জাকারিয়া সিদ্দিকী

সহ সভাপতি : শামীম আহমদ চৌধুরী, ফারুক আহমদ, খসরুজ্জামান খসরু, হাফিজ মাওলানা আব্দুস সুবহান, সাদেকুল আমিন, আনিসুল হক ও আবুল ফাতেহ

এসিসটেন্ট সেক্রিটারি : মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান, এ কে এম জালাল উদ্দিন

এসিস্টেন্ট ট্রেজারার: হারুন রশিদ

অর্গানাইজিং সেক্রেটারি : আহমেদ ইকবাল চৌধুরী।

এসিস্টেন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি: ফারুক আহমদ চৌধুরী

কালচারাল সেক্রেটারি: নুরুল আলম

এসিস্টেন্ট কালচারাল সেক্রেটারি: হাফিজ মাহফুজুর রহমান

হসপিটালিটি সেক্রেটারি: হাসান রাজা

ইউরোপিয়ান সেক্রেটারি: জাহাঙ্গীর আলম

পাবলিসিটি সেক্রেটারি: এমাদ উদ্দিন রানা

ইয়ুথ সেক্রেটারি: শামীম আহমদ

ইসি মেম্বার : প্রফেসর আব্দুল মালিক, সিরাজ উদ্দিন, সুয়েবুর রহমান, কাওসার আহমেদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান, লুৎফুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা আবুল হাসনাত চৌধুরী, আবুল মনসুর চৌধুরী ও নুমান আহমদ

উল্লেখযোগ্য সহায়তা :

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ঝিংগাবাড়ী মাদ্রাসা, মানিকগঞ্জ মাদ্রাসা এবং কানাইঘাটের সর্বত্র ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

১৯৯৮ সালে বন্যায় দুর্গত কানাইঘাটের মানুষের সহায়তার জন্য তৎকালীন থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

২০০২ সালে কানাইঘাটের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সে সকল প্রতিষ্ঠানগুলো হল - বড়দেশ মাদ্রাসা ১৫ হাজার, ছোটদেশ জামে মসজিদ ১০ হাজার, মানিকগঞ্জ মসজিদ ১৫ হাজার, উমরগঞ্জ মাদ্রাসা ৩৯ হাজার, রাজগঞ্জ মাদাসা ১৩ হাজার ও গাছবাড়ী জামে মসজিদ ৮৫ হাজার টাকা। এছাড়াও তিনচতি গ্রামের পরলোকগত হারুন মিয়ার পরিবারের জন্য ২৮ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।

২০০৫ সালে বন্যা কবলিত কানাইঘাটের মানুষের সহায়তার জন্য ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। এর ফলে কানাইঘাটের প্রায় ১০০০ মানুষ উপকৃত হন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও তৎকালীন কানাইঘাট থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে এই ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এতে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে নিজ খরচে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ, ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা রফিক আহমদ, সেক্রেটারি শামীম আহমদ চৌধুরী ও অর্গানাইজিং সেক্রিটারি আব্দুস শাকুর সিদ্দিকী।

২০০৭ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কানাইঘাটের মানুষের সহায়তার জন্য ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বিতরণ করা হয় এবং এর ফলে ৪৮টি পরিবার উপকৃত হয়। কানাইঘাট থানা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ত্রাণ বিতরণে সংগঠনের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন এসোসিয়েশনের ট্রেজারার জনাব আজমল আলী।

২০১৪ সালে কানাইঘাট ডিগ্রি কলেজকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। অনুদানের টাকা হস্তান্তর করেন সংগঠনের ট্রেজারার জনাব ইকবাল হুসাইন।

২০১৭ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের মির্জারগড় গ্রামের জনাব রইস আলীর পুত্র কামিলকে কানাইঘাট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১ লাখ ৩ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়।

২০১৮ সালে রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের মির্জারগড় গ্রামের জামে মসজিদে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি পরিবারের ঘর বানানোর জন্য কানাইঘাট এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়।

শিক্ষা উন্নতকরণ প্রকল্প :

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে কানাইঘাট এসোসিয়েশন এক যুগান্তকারী প্রকল্পের পদক্ষেপ নিয়েছিল। বর্তমান সরকারের ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসাবে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সামগ্রী, কলম, কম্পিউটার, নগদ বৃত্তি প্রদান করা হয়। সর্বমোট ২২ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পে অর্ধেকের বেশি অনুদান করেন বর্তমান সভাপতি আলহাজ্ব নাযিরুল ইসলাম, এবং বাকি অর্ধেকের সহায়তা করেন এসি, ইসি কমিটির সকল সদস্য সহ ইউকেতে বসবাসরত কানাইঘাটের আপামর জনগণ।

কম্পিউটার : সর্বমোট ৫১টি কম্পিউটার দেওয়া হয়। এর মধ্যে উপজেলার ৪টি কলেজ, ২৬টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪টি সরকারি মাদ্রাসা ও ৬টি কওমী মাদ্রাসা সমুহকে ১টি করে কম্পিউটার এবং একজন প্রতিভাবান ছাত্রকে ১টি লেপটপ দেওয়া হয়।

কলম : উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় সর্বমোট ১১৩টি প্রাইমারি স্কুলের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মোট ২৫ হাজার কলম বিতরণ করা হয়।

বৃত্তি : উপজেলার ২৬টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৮ জন, ৭টি মাদ্রাসার ২১ জন এবং হাফিজি মাদ্রাসার ৮০ জন ছাত্র ও ছাত্রীদের নগদ বৃত্তি প্রদান করা হয়। ৩রা এপ্রিল ২০১৮, সিকদার ফাউন্ডেশন কলেজে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রজেক্টের সফল সমাপ্তি হয়।

নিজ খরচে দেশে গিয়ে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী ও বৃত্তি প্রদান করেন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জনাব আজমল আলী, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খসরুজ্জামান খসরু এবং ইসি মেম্বার প্রফেসর আব্দুল মালিক।

গুনীজনের সংবর্ধনা :

প্রতিষ্ঠার পর থেকে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে অনেক গুণীজনকে সংবর্ধনা দিয়েছে এবং আজ অবধি কানাইঘাটের গুনীজনের সম্মাননা দিতে এ কর্মসুচী অব্যাহত রয়েছে। সর্বপ্রথম সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৮৬ সালে ডাঃ কায়সার রশিদ ও উনার পরিবারকে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০৬ মাইলেন্ড রোডের ইন্ডিয়া গ্রিল রেষ্টুরেন্টে, যার স্বত্বাধিকারী ছিলেন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব এম এ রকিব। পরবর্তীতে আরো অনেক গুণীজনকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, কানাইঘাট উপজেলার প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান ও এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মরহুম আলহাজ্ব এম এ রকিব, ডঃ কর্নেল মোফাজ্জল আলী, ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এমবিই, মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী (সাবেক সংসদ সদস্য), জনাব এহ্সানে এলাহী (অতিরিক্ত সচিব), কানাইঘাট পৌরসভার সাবেক মেয়র লুৎফুর রাহমান, সাবেক কাউন্সিলার শামীম আহমদ চৌধুরী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব মামুনুর রশিদ মামুনসহ প্রমুখ।

দোয়া মাহফিল :

জন্মলগ্ন থেকে নিয়মিতভাবে ইউকে ও কানাইঘাটের অনেক মানুষের মৃত্যুতে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে আসছে।

ফ্যামিলি গেদারিং :

১৯৯৫ সাল থেকে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে-তে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীদের সামাজিক যোগাযোগের অংশ হিসাবে ফ্যামিলি গ্যাদারিং এর আয়োজন করে যা বর্তমানে কানাইঘাটবাসীদের একটি বার্ষিক উৎসব হিসাবে বিবেচিত হয়। ফ্যামিলি গেদারিং এ অতিথি হিসাবে বিভিন্ন সময় এসেছিলেন টাওয়ার হেমলেটসের মেয়র, কানাইঘাট পৌরসভার মেয়র ও সিলেট ৫ আসনের এমপি বৃন্দ।

কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার :

১৯৯৬ সালের ফ্যামিলি গেদারিংয়ে কানাইঘাটের কৃতি ছাত্রী বদরুন্নেসা নাহিদকে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে এসোসিয়েশন যে ধারা শুরু করে তা পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর দেওয়া হয় । আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৮, এ বারের ফ্যামিলি গেদারিংয়েও কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে।

ধুমপান বিরোধী প্রচারণা :

২০১২ সালে টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের অন্যান্য সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে ধুমপান বিরোধী প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল যাতে "এওয়ার্ডফর অল" নামে একটি সংগঠন অর্থনৈতিক সহায়তা করেছিল। এই প্রকল্পের জন্য কানাইঘাট এসোসিয়েশন সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল।

এসোসিয়েশনের প্রকাশনা :

এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম শামসুল হকের স্মৃতিতে উনার জীবনী নিয়ে "আদর্শ মানুষ" নামের একটি প্রকাশনা করা হয় ২০০৬ সালে। ২০১১ সালে এসোসিয়েশনের সিলভার জুবিলী উপলক্ষে ''স্বারক ২০১১" প্রকাশ করা হয় যাতে প্রতিষ্ঠা কাল থেকে এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের শিক্ষা উন্নতকরণ প্রকল্প উপলক্ষে প্রকাশ করা হয় ''প্রেরণা" নামের একটি ম্যাগাজিন যাতে এই প্রকল্পের যাবতীয় ইনফরমেশন দেওয়া আছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল কানাইঘাটবাসী এই এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত ছিলেন ও সহায়তা করে আসছেন সবাইকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। যে সকল মুরুব্বীগণ পরলোকগমন করেছেন আল্লাহ তাদের জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আশা করি ইউকেতে বেড়ে উঠা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কানাইঘাট এসোসিয়েশনের এই কার্যক্রমকে আগামীতে নতুন উদ্যমে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

Kanaighat Association UK
কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

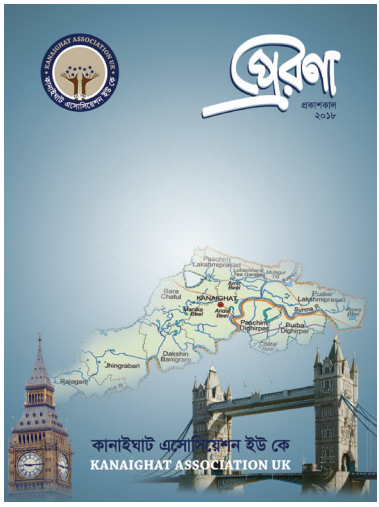

Established 1985 I Charity Reg. No: 1092797